১৬ জুলাই, ২০০৮

আন্তর্জালিক আলাপন

অনন্ত বিজয় দাশ

ananta@inbox.com

পর্ব : ১

প্রসঙ্গ : 'পুরুষ রচিত ধর্মে বিকলাঙ্গ নারী' এবং নন্দিনী হোসেনের প্রতি অশালীন আক্রমণ

নানামুখি চাপে নিয়মিত আন্তর্জাল (Internet) ব্যবহার করার সময় হয়ে উঠে না এখন আর; তবে সপ্তাহান্তে একবার হলেও সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে কম্পিউটারের সামনে বসতে চেষ্টা করি। আন্তর্জালে বিভিন্ন সংবাদপত্র, ওয়েব-ম্যাগাজিন পাঠ করা, আমাজন সাইটে গিয়ে নূতন-পুরাতন বইয়ের কনটেন্ট দেখা, গুগলে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে খোঁজ করা আমার একটা প্রিয় নেশা বটে। বিশ্বজ্ঞানের মহাসমুদ্রে আমার ছোট্ট তরি ভাসিয়ে কখন যে এক তীর থেকে আরেক তীরে ছুটে বেড়াই, কোথা দিয়ে 'সময়' নামক উড়াল পাখিটি ফুরুৎ করে ফুরিয়ে যায় তার কোনো ইয়াত্তা থাকে না। তবে নিয়মিত যে দুটি ওয়েব আমি পাঠ করে থাকি, অন্তত পাঠ করার চেষ্টা করি, সেগুলো হচ্ছে *মুক্তমনা* আর *সাতরং*। সত্যি বলতে এ দুটি ওয়েবের সাথে অনেক ধরেই কেমন যেন একটা আত্মিক বন্ধন অনুভব করে থাকি সবসময়। তাইতো আমার সামান্য লেখালেখি এ দুটি ওয়েবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সাতরং-এর মডারেটর নন্দিনী হোসেনের একটা লেখা '*পুরুষ রচিত ধর্মে বিকলাঙ্গ নারী*' আমার জানা মতে প্রকাশিত হয়েছে মুক্তমনা এবং সাতরং ওয়েবে। লেখাটি মুক্তমনাতে পাঠের পরই বুঝতে পেরেছি এর একটা তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে নানা জনের মধ্যে। পরবর্তীতে আবার যখন আন্তর্জালে বসলাম, লক্ষ্য করলাম যা ভেবেছিলাম, তাই! অনেকেই এ সাহসী লেখাটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, কেউবা প্রশংসা করেছেন ঠিকই, সাথে এমন কিছু মন্তব্য যোগ করেছেন, বুঝতে পারিনি ঠিক কী বলতে চাচ্ছেন তিনি; ধরে নিচ্ছি এ আমার ব্যর্থতা। যাহোক, নন্দিনী আপার এ লেখার উপর সবচেয়ে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন সদালাপের রায়হান; শিরোনাম দিয়েছেন '*নন্দিনী হোসেনও একাধিক স্বামী চান*'। সাথে অবশ্য সেই পরিচিত বক-সমাজতান্ত্রিক সেতারা হাশেমও 'বাক্-বাকুম' করে গলা মিলিয়েছেন! এ আর নূতন কী! ছোটবেলায় আমাদের শেখানো হয়েছিল, তেলে জলে নাকি কখনো মিল হয় না; কিন্তু এই আন্তর্জালের জগতে এসে দেখি, শুধু তেলে-জলে মিল কিরে বাবা, এখানে তো পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেটের সাথে গ্লিসারিন পর্যন্ত মাখামাখি হয়ে যায়। নো রিএ্যাকশন!! যাহোক, রায়হানভাইয়ের প্রতিক্রিয়ার উপর কিছু মন্তব্য করার জন্য আজকে আমার এ লেখার অবতারণা। কারণ, রায়হানভাইয়ের ওই প্রতিক্রিয়াযুক্ত লেখা পাঠের পর আমার নিজের ভিতরও কিছু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। বয়োজ্যেষ্ঠ সেতারার লেখা নিয়ে আপাতত কিছু বলছি না; আপনারা তো জানেনই অনেকের বুড়ো বয়সে এলে ভীমরথি ধরে থাকে! ধরে নিন ওনার হয়তো সেরকম কিছু হয়েছে। আমার লেখাটি যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত রাখার চেষ্টা করবো, যেহেতু অনেকেই (নন্দিনী হোসেন, বিপ্লব পাল, আকাশ মালিক, বিচ্ছু প্রমুখ) এরই মধ্যে নিজ-নিজ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁদের মতামত প্রদান করেছেন। আশা করি, আমার এ লেখার জন্য খুব বেশি দেরি হয়ে যায়নি। পাঠক, এ লেখায় কোনো ভুল তথ্য থাকলে অবশ্যই ধরিয়ে দিবেন; এবং লেখার বক্তব্যকে ব্যক্তিগত আক্রমণ হিসেবে মোটেই গ্রহণ করবেন না।

নারী নির্যাতিত পূবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে/নারী নির্যাতিত ঘরে, ঘরের বাইরে,/ নারী নির্যাতিত চুল তার কালো বা সোনালি/চোখ তার বাদামি বা নীল ।... (চারদিক প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত তসলিমা নাসরিনের *নির্বাসিত নারীর কবিতা* গ্রন্থের *নারী* কবিতাটি দ্রষ্টব্য)

(১) রায়হান ভাইয়ের লেখায় প্রথমেই পেলাম নন্দিনী হোসেনের বাব-মার সম্পর্ক নিয়ে মন্তব্য করেছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, অন্যের বাবা-মা সম্পর্কে মন্তব্য করা অবশ্যই শিষ্টাচার বহির্ভূত আচরণ। আন্তর্জালে বেশকিছু বিষয় নিয়ে প্রায়ই বিতর্ক জমে উঠে, প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দেবার জন্য নানা তথ্য-প্রমাণ-যুক্তি উপস্থাপন করে অসাধারণ সব প্রবন্ধ লেখেন একেক জন; আমার খুব ভাল লাগে, বাঙালির স্বাধীন চিন্তাচর্চার নূতন মঞ্চ হিসেবে আখ্যায়িত করে সুমন চট্টোপাধ্যায়ের গানের ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে : "...বিতর্ক চলতে দাও, বিতর্ক চলতে দাও/বিতর্ক থামলে আমরা মানসিক প্রতিবন্ধী,/বিরুদ্ধ ঢেউ আসুক, বিরুদ্ধ ঢেউ আসুক, বিরুদ্ধ ঢেউ আসুক/উত্তাল হোক নদী/তর্কের ঝড় উঠুক, তর্কের ঝড় উঠুক/তর্কের দামাল হাওয়ায় নড়ুক কায়েমি গদি... ।" কিন্তু আফসোসের হচ্ছে কেউ-কেউ যখন নিজের যুক্তি-বুদ্ধি ঠিকমতো উপস্থাপন করতে পারে না, তখনই দেখি বিপক্ষ অংশকে কুপোকাত করতে হুমকি-ধামকিসহ সারমেয় বলে গালি দেয়, প্রতিপক্ষের স্ত্রী সম্পর্কে অশ্লীল মন্তব্য করে, প্রতিপক্ষের পিতা-মাতা সম্পর্কে খিস্তি-খেউর আওড়াতে থাকে। একটু রূঢ় শোনাতে পারে, তবে আমি মনে করি নিজের পিতা-মাতা সম্পর্কে কারো মনে যদি এরকম সংশয় থাকে, তবে সেই অন্যের পিতা-মাতা সম্পর্কে এরকম মন্তব্য করতে পারে। জানা মতে, বাংলা আন্তর্জালের বেশিরভাগ লেখক-পাঠক প্রবাসী, উচ্চশিক্ষিত (কেউকেউ আবার পিএইচ.ডি!)। তাঁদের এ শিষ্টাচার বহিভূর্ত আচরণ দেখলে সন্দেহ জাগে ওনাদের বেশভূষা কি তাহলে 'কাকের ময়ূরের পোষাক পড়া'!

(২) নন্দিনী হোসেন আগে কখনো কোরান-হাদিস থেকে রেফারেন্স দিয়ে লেখেননি, তাই বলে এখন আর লিখতে পারবেন না, এরকম ভাবনাই তো অমূলক। এরকম কোনো নিষেধাজ্ঞা আছে কি কোথাও? আপনি বলেছেন, "কোরানে যিনি বিশ্বাসই করেন না, তিনি বুখারী-মুসলিম থেকে শুরু করে তিরমিযী, মিশকাত, হুদুদ আইন, পাকিস্তান, আফগানিস্তানে গিয়ে ঠেকেছন! শুধু কি তাই! বেছে বেছে মধ্যযুগের দু-এক জন স্কলারের বাণীও কোট করা হয়েছে।" ভাই, কোরান-হাদিস কি শুধু কোরানে-বিশ্বাসীরাই পাঠ করেন? কোরান-বিশ্বাসী হয়ে পাঠ করলে তো কোরানের সাহিত্য রস কিংবা ধরুন ভ্রান্তি নজরে আসার কথা নয়! আজ পর্যন্ত কি দেখেছেন, কোরানে বিশ্বাসী মানে কোরান মহান আল্লাহ কর্তৃক বোরাকের মাধ্যমে নবীজির কাছে প্রেরিত... ইত্যাদি ইত্যাদি ঘটনায় বিশ্বাসীরা কেউ কি কোরানের ভ্রান্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন? আমি তো আজ পর্যন্ত একজনও পাইনি। আর মধ্যযুগের দু-একজনের স্কলারের বাণী কোট করা হয়েছে বলে কি, কোনো ভুল হয়ে গেছে? সাড়ে চৌদ্দশত বছর আগের পুরাতন গ্রন্থ নিয়ে বিশ্বাসীরা এই দুই হাজার আট সালেও ইহকাল-পরকাল এক করে দিয়ে মেতে থাকতে পারে, সেখানে কিছু হয় না; আর (ধরে নিচ্ছি নন্দিনী হোসেন বেছে-বেছে মধ্যযুগীয় স্কলারের বক্তব্য কোট করেছেন) সাড়ে ১৪০০ বছর আগের গ্রন্থের উপর লিখতে গিয়ে মাত্র মধ্যযুগের দু-একজন স্কলারের বক্তব্য নিলে কি অপরাধ হয়ে যাবে? বলেন তো রাজনীতি-বিজ্ঞানে এখনো কেন এরিস্টটল কিংবা প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের ধারণা পড়ানো হয়? শুধুমাত্র আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের তত্ত্ব পড়ানো হয় না কেন? কিংবা দর্শনে সক্রেটিস-পিথাগোরাস প্রমুখ। এগুলো কি খ্রিস্টপূর্বের বলে বাতিল হয়ে গেছে? আসলে সময় দিয়ে এভাবে জ্ঞানকে আটকে বিধান কোথাও নেই।

(৩) ইসলামে পোপতন্ত্র আছে কি নেই, তা নিয়ে এখন আলোচনায় যাচ্ছি না, ভবিষ্যতে দেখা যাবে। তবে ইসলামের ইতিহাসে খলিফাদের আমল এবং পরবর্তীতে অন্যান্য ইসলামি রাজন্যবর্গের সাথে মৌলানা-মৌলভির দহরম-মহরম দেখলে বুঝা যায়, পোপতন্ত্র নেই-নেই করেও কিভাবে এতোকাল কায়েম থাকতে পারে।

(৪) আপনি জানালেন, নন্দিনী হোসেন প্রদত্ত হাদিসসমূহ মুসলিমরা বিশ্বাস করেন না। জানতে পারি কি, কোন মুসলিমরা বিশ্বাস করেন না? আপনাদের মতো সদ্য মডারেট-মুসলিমরা না-কি আম মুসলিমরা? বাংলাদেশের গ্রাম থেকে শহরে, গেয়ো থেকে মুৎসুদ্দি মুসলিমদের ঈমান নিয়ে বোধহয় আপনার এরই মধ্যে রিসার্চ হয়ে গেছে? রিসার্চ না হয়ে থাকলে, 'ছোট মুখে বড় কথা' হিসেবে একটা অনুরোধ করি, আপনি তো দেখলাম নন্দিনী হোসেনকে অনেকগুলো এসাইনমেন্ট দিয়েছেন, এর আগেও কাউকে কাউকে দিয়েছেন লক্ষ্য করেছি, এবার আপনাকে একটা রিসার্চের প্রবলেম দিই, আপনি এর উপর একটা রিসার্চ করে আসুন। রিসার্চ প্রবলেমের মূল বিষয় মোটামুটি এরকম, আপনি সুন্দর করে গুছিয়ে নিবেন : বাংলাদেশের কতভাগ লোক ইসলাম ধর্মের ভিত্তি হিসেবে শুধুমাত্র কোরানশরিফকেই বিশ্বাস করে (আপনার মতো হাদিসের একেবারেই দ্বারস্থ হয় না) আর কতভাগ কোরান, হাদিস, কিয়াস-ইজমাসহ আর যা যা আছে, তা মান্য করে। প্রাইমারি সোর্স, সেকেন্ডারি সোর্স যেখান থেকেই পারেন ডেটা কালেকশন করেন, নো কমেন্ট। আমার মতে ভবিষ্যতে কোরান-হাদিস নিয়ে যে কারো যে কোনো আলোচনায় এ রিসার্চ রিপোর্ট অনেক কাজে লাগবে, কি বলেন পাঠক! পাঠক, আপনাদের জানিয়ে রাখি, ভার্সিটির শিক্ষক থেকে শুরু করে মাদ্রাসার ছাত্রদের মুখেও (নন্দিনী আপার উল্লেখ করা) এরকম প্রচুর হাদিস শুনেছি। কিছুদিন আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ঘোষিত নারীনীতি-২০০৮ নিয়ে রাজপথে যখন ইসলামি দলগুলোর তুফান বয়ে যাচ্ছিল, তখন তো চায়ের স্টল থেকে শুরু করে ক্লাসে আরো অনেক ভয়ঙ্কর হাদিসের সাথে এই হাদিসগুলো (নন্দিনী হোসেন প্রদত্ত) শুনতে শুনতে কানা তালা লেগে যাবার উপায়। এরপরও যখন কেউ কেউ বলেন, ওগুলো মুসলিমরা বিশ্বাস করেন না, তখন বড্ড হাসি পায়! অনেক দিন ধরেই লক্ষ্য করছি বির্তক হলেই, কিংবা সমালোচনা করলেই শুধু কোরান-হাদিস কেন, সব ধর্মগ্রন্থ থেকেই ব্যাকডেটেড ভার্সগুলো যে কোনো প্রকারে লোপাট করে দিতে চান নিজ নিজ ধর্মের মডারেট-বিশ্বাসীরা, কিন্তু বাস্তব জীবনে এই 'মডারেট মানসিকতা' নৈবচঃ!

(৫) অনেক আগে আপনি কোরানের আলোকে নারী প্রবন্ধটি লিখেছেন; ঐসময় আপনার লেখার জবাব দেন নাই, কিংবা এখনো কেন আপনার লেখার সরাসরি প্রতিক্রিয়া না দিয়ে, ইসলাম ধর্মের আলোকে নারীর অবস্থান ধরনের স্বতন্ত্র একটি প্রবন্ধ লেখাতেই নন্দিনী হোসেনের মধ্যে দুরভিসন্ধি খুঁজে পেয়েছেন! বাহ! এই যুক্তিতে বলা যায়, ভবিষ্যতে কেউ ওয়েবে যদি নতুন লেখা দিতে চায়, তবে আগে তাঁর ঐ বিষয়ে সবার লেখার খোঁজ নিতে হবে, নয়তো কেউ বাকি রয়ে গেলে, এবং স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখে ফেললে আমরা অসৎ উদ্দেশ্য-ষড়যন্ত্র-অপতৎপরতার গন্ধ পেয়ে যাব। কি বলেন পাঠক?

সে ধর্মে নির্যাতিত, অধর্মেও।/সে বিশ্বাসী কী অবিশ্বাসী, নির্যাতিত/সে সুন্দরী কী অসুন্দরী, নির্যাতিত/সে সৎ কী অসৎ, নির্যাতিত।... (দ্রষ্টব্য : তসলিমা নাসরিনের কবিতা *নারী*)

(৬) কোরানের সুরা নিসার ৩৪ নং আয়াত : "পুরুষ নারীর রক্ষাকর্তা, কারণ আল্লাহ পুরুষকে নারীর ওপর বিশিষ্টতা দান করেছেন, আর এজন্য যে, পুরুষেরা তাদের ধনসম্পদ থেকে ব্যয় করে। ...স্ত্রীদের মধ্যে

যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে ভালো করে উপদেশ দাও, তারপর তাদের বিছানায় যেয়ো না ও তাদেরকে প্রহার করো। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ খুঁজবে না। আল্লাহ তো মহান, শ্রেষ্ঠ।" আবার হিন্দুধর্মের শতপথ ব্রাহ্মণের ৪/৪/২/১৩ নং শ্লোক : "বজ্র বা লাঠি দিয়ে মেরে নারীকে দুর্বল করা উচিৎ, যাতে নিজের দেহ বা সম্পত্তির উপর কোনো অধিকার না থাকতে পারে" আবার বৃহদারণ্যকোপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবাল্ক্য বলেন, "স্ত্রী স্বামীর সম্ভোগকামনা চরিতার্থ করতে অসম্মত হলে প্রথমে উপহার দিয়ে স্বামী তাকে 'কেনবার' চেষ্টা করবে, তাতেও অসম্মত হলে হাত দিয়ে বা লাঠি দিয়ে মেরে তাকে নিজের বশে আনবে" (৬/৪/৭, ১/৯/২/১৪)। এখন পাঠক, কষ্ট করে দুটি ভিন্ন ধর্মগ্রন্থের বিধানের মধ্যে 'নারীর মর্যদা' সম্পর্কিত অন্তঃমিল খুঁজে বের করুন। কি পেলেন, সম্ভব হলে জানাবেন।

(৭) রায়হানভাই জানিয়েছেন, "আপনার জানা মতে, কোরানে নারীর তালাক দেবার অধিকার উহ্য রাখা হয়েছে।" স্পষ্ট করে বলুন তো কোরানে পুরুষদের তালাক দেবার অধিকার উহ্য রাখা হয়েছে, না সরাসরি বলা আছে? আমি তো দেখছি, আছে। তা পুরুষ-নারীর সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহতায়ালা শুধুমাত্র নারীদের তালাকের বিষয়টিই শুধু (আপনার ভাষ্য মতে) 'উহ্য' রাখলেন কেন? আল্লাহ তো নিরপেক্ষ! (বিশ্বাসীর ভাষ্য মতে) তিনি সমদৃষ্টিসম্পন্ন! তবে কেন বিমাতাসুলভ আচরণ! কোরান শরিফ, হাদিস ইত্যাদি তো ইসলামি আইনের ভিত্তি! আইনে কি কোনো 'উহ্য' বিষয়ে কাজকারবার চলে? তাছাড়া, অন্য ধর্মের গ্রন্থে তালাকপ্রাপ্ত নারীকে বিয়ে দেবার অধিকার দিয়েছে কি না দেয় নাই, এটা দিয়ে তো কোরানের আধুনিকতা বা জাস্টিফাই করতে পারেন না। কারণ ওগুলো তো আপনার মতে 'ভুয়া'! কোরান কি দিয়েছে, কি দেয় নাই, সেটা দিয়ে প্রমাণ করতে হবে কোরান আধুনিক কি-না? যা হোক, আমি এখন 'উহ্য বিষয়' নিয়ে পাঠকদের একটা উদাহরণ দেই : ধরে নিন, রহিম, করিম আমার ঘনিষ্ট বন্ধু। আমি স্পষ্ট করে ঘোষণা করলাম, আমি অমুক অমুক জিনিষ রহিমকে দিচ্ছি, এবং রহিম তা এভাবে-এভাবে ব্যবহার করবে। কিন্তু করিম সম্পর্কে কিছু বললাম না; নিশ্চুপ রইলাম। আরেকটু সুন্দর করে গুছিয়ে বললে, বলা যায় 'উহ্য' রাখলাম। মানেটা কি হল? আমি রহিমকে যা-যা দিয়েছি, যেভাবে ব্যবহার প্রণালী শিখিয়ে দিয়েছি তা কি করিমের জন্যও প্রযোজ্য হবে? করিম কি বলতে পারবে, রহিমের সবকিছু আমি করিমকেও দিয়েছি? কি বলেন, একটু ভাবুন তো পাঠক?

(৮) কোরানের ২:২৩০ নং আয়াতের উপর নন্দিনী হোসেনের মন্তব্যের জবাবে রায়হানভাই লিখেছেন, "যৌনসম্পর্ক স্থাপন করতে হবে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে—এমন কথা নন্দিনী হোসেন উল্লেখ নাও করলে পারতেন, যেহেতু কোরানে কথাটা সরাসরি লেখা নেই।" পাঠক, আপনারা বলুন তো, ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ কি শুধু দেনমোহরের টাকার অঙ্ক নির্ধারণ করে বর-কনের 'কবুল' ঘোষণা পর্যন্ত, না আরো বেশি কিছু? হুটহাট বলার দরকার নেই, ভেবে-চিন্তে বলুন। আমার জানা মতে, ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ে তখনই বৈধ হবে যখন, দেনমোহরের টাকা দেয়ার পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক হবে। যদি আমি সঠিক হয়ে থাকি, তবে বলেন তো নন্দিনী হোসেন কি ভুল কিছু বলেছেন? এই মুহূর্তে বোখারি শরিফের একটা হাদিসের কথা মনে পড়ছে : নবি হযরত মুহম্মদ বলেছেন, মুহাল্লিলের (দ্বিতীয় স্বামী) সাথে বিয়ে তখনই বৈধ হবে যখন তাদের দুজনের মধ্যে যৌনমিলন হবে। (বোখারি শরিফ, ২০৭৮, ২০৭৯) কিন্তু আফসোসের কথা হচ্ছে, রায়হানভাই তো আবার হাদিস মানতে চান না!

(৯) ব্যভিচার নিয়ে নন্দিনী হোসেনের লেখার জবাবে রায়হানভাই অনেক কিছুই বলেছেন। আমি এতো বিশদে আপাতত যাচ্ছি না। রায়হানভাই বলেছেন : "...নারীদের ক্ষেত্রে কোন রকম শাস্তির কথা বলা

হয়নি, তাদেরকে শুধু ঘরে আবদ্ধ করে রাখতে বলা হয়েছে।... আয়াত ৪:১৫ এর শেষে একটি রুম রাখা হয়েছে। ফলে তাদেরকে হয়ত মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। অন্যদিকে পুরুষদের ব্যভিচারের ক্ষেত্রে কিন্তু কোন সাক্ষীর কথা বলা হয়নি। তাদেরকে সরাসরি শাস্তির কথা বলা হয়েছে!" পাঠক, আপনারা বুঝতে পারছেন তো, তিনি কি বলতে চাচ্ছেন? ঠিক আছে, আমি এখানে সাবেক প্রধান বিচারপতি এবং সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের (মাওলা ব্রাদার্স কর্তৃক প্রকাশিত) অনুবাদকৃত ৪:১৫-১৬ আয়াত দুটি তুলে ধরছি : "তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে তোমরা চারজন সাক্ষী নেবে। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদেরকে ঘরে আটক করবে, যে-পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয় বা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোনো ব্যবস্থা করেন। আর তোমাদের পুরুষদের মধ্যে যে-দুজন করবে তাদেরকে শাস্তি দেবে। তবে যদি তারা তওবা করে শুদ্ধ হয় তবে তাদেরকে রেহাই দেবে। আল্লাহ তো ক্ষমা করেন, দয়া করেন।" এবার আন্ডারলাইন করা অংশকে ভালোভাবে পড়ুন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, রায়হানভাইয়ের মতে 'যে-পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয়', এটা কোনো শাস্তি নয়! পাঠক, পুরুষদের ক্ষেত্রে দেখুন তো, 'যে-পর্যন্ত মৃত্যু না হয়', এরকম কোনো বিধান আছে কি? বরং এটা আছে যে, তারা যদি তওবা করে শুদ্ধ হয় তবে তাদেরকে রেহাই দেবে। মাইরের উপরে কোনো ঔষধ আছে কি? মাইর শুরু হলে তো যে কেউ তওবা করবে, গুনাহ মাফ করে দেবার কথা বলবে; তখন পুরুষদের ছেড়ে দেবার বিধান আছে ৪:১৬ আয়াতে। আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করুন : নারীদের ক্ষেত্রে সরাসরি তওবা করার বিষয়টি নেই, (রায়হান ভাইয়ের ভাস্য মতে ধরে নেওয়া যায় এখানেও 'উহ্য' রাখা হয়েছে) তবে পুরুষদের জন্য তওবার বিষয়টি আছে! পাঠক, এতে আবারো কি প্রমাণিত হল?

(১০) নন্দিনী হোসেনের লেখা পড়ে, শ্লীলতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে রায়হানভাই যে পয়েন্টগুলো চিহ্নিত করেছেন, যেমন, নন্দিনী একাধিক স্বামী চান, নন্দিনী অবাধ্য স্বামীকে পেটাতে চান, নারীকে একটু বেশি সম্পত্তির ভাগ দিয়ে নারী-পুরুষের অধিকার সমান করতে চান... ইত্যাদি ইত্যাদি। মনে হচ্ছে নন্দিনীর ঐ লেখাটা পুরোপুরি আত্মস্থ করার সময় পাননি; ঠিকমতো পাঠের পূর্বেই প্রতিক্রিয়া লিখে ফেলেছেন? নয়তো এরকম ভুল করলেন কিভাবে? রায়হানভাই, নন্দিনী আপার লেখায় 'ইসলাম' 'ইসলাম' গন্ধ আছে বলেই কি এতো গোস্বা করেছেন? আহারে! গোস্বার কিছুই নেই; মাথা ঠাণ্ডা রাখুন। পাঠক আমরা এবার বিরতিতে যাই; বিরতিটা হচ্ছে কবিতা-বিরতি। কবিতা-বিরতিতে তসলিমার কবিতার বাকি অংশটুকু শুনি : "সে খোঁড়া কী খোঁড়া নয়,/সে অন্ধ বা বধির,/সুস্থ বা অসুস্থ ... ... নির্যাতিত/সে ধনী কী দরিদ্র, নির্যাতিত/সে অশিক্ষিত কী শিক্ষিত, নির্যাতিত।/সে শিশু কী বালিকা কী যুবতী কী বৃদ্ধ ... ... নির্যাতিত/সে আবৃত কী নগ্ন, সে নির্যাতিত।/সে মুখরা কী বোবা, নির্যাতিত/সাহসী কী ভীরু, নির্যাতিতই।" কবিতা বিরতির পর আবার ফিরে আসি : রায়হানভাই এবার বলেন তো, আপনি যে সকল পয়েন্ট চিহ্নিত করেছেন, সেগুলোর কোনো একটা কি নন্দিনী হোসেন তাঁর লেখায় বলেছেন? বলেছেন কি এগুলো দিলেই নারীর সমাধিকার হয়ে যাবে? না, আপনি নিজেই আন্দাজ করে ফেলেছেন? আপনার বিচক্ষণতা-বুদ্ধির প্রশংসা করছি। পাঠক, আপনারা বলুন তো বৈষম্য চিহ্নিত করার অর্থই কি বোঝায়, বৈষম্য পুনরায় সৃষ্টি করা! একটা উদাহরণ দিই : ধরুন, বাংলাদেশে কোনো একটা আইন আছে, যেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও আদিবাসীদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ থেকে কম অধিকার বা সুযোগ দেয়া হয়েছে। এখন, আদিবাসী বা সংখ্যালঘুদের পক্ষ থেকে কেউ যদি এই আইনের বৈষম্যপূর্ণ অংশ চিহ্নিত করে বাতিলের দাবি জানায়, তার মানে কি দাঁড়ায় ঐ ব্যক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠদের অধিকার হরণ করে, সংখ্যালঘুদের অধিকার বাড়িয়ে দিয়ে পুনরায় বৈষম্য সৃষ্টি করতে চাচ্ছে? সমানাধিকারের সংজ্ঞাই দেখি তিনি পাল্টি দিতে চাচ্ছেন? রায়হানভাইয়ের বক্তব্য মতো এর অর্থ তাই দাঁড়াচ্ছে। নয়তো নন্দিনী হোসেন যেখানে শুধুমাত্র মডারেট মুসলিমদের দাবি মতো 'নারী-পুরুষ

নিরপেক্ষ, সমানাধিকারে বিশ্বাসী পবিত্র কোরার শরিফে' নারীর প্রতি কিছু বৈষম্যপূর্ণ বিধানের অস্তিত্ব ব্যাখ্যাসহ চোখে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলেন, তখনই রায়হানভাই বুঝে গেলেন, নন্দিনী হোসেন বলতে চাচ্ছেন, নারীদের সমানাধিকারের জন্য পুরুষ নির্যাতন দরকার! এমন কী এও বুঝে গেলেন নন্দিনী একাধিক স্বামী চান! ইংরেজিতে একটা কথা আছে, 'লিটল লার্নিং ইজ এ ডেঞ্জারাস থিং!' কথাটা আমার ক্ষেত্রে খাটতে পারে; কারণ আমি ওনার মতো এতো উচ্চশিক্ষিত না; শুনেছি তিনি পিএইচ.ডি, তারওপর প্রায়ই কোরান, বাইবেল, গীতা, বেদ থেকে ভার্স নিয়ে এসে গবেষণামূলক লেখা তৈরি করেন! তিনি কিভাবে এ ভুল করলেন? ধরে নেব কি ভুলটা ইচ্ছাকৃত?

(১১) নন্দিনী হোসেনের ঘাড়ে বন্ধুক রেখে নারীর একাধিক বিবাহের বিপক্ষে যে সকল যুক্তি হাজির করেছেন, এগুলো হাস্যকর! কট্টর পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ! বিয়ে করলেই সন্তান নিতে হবে, সন্তান হলেই পিতৃত্ব নির্ণয় করতে হবে, পিতা ছাড়া মা এবং সন্তানের ভবিষ্যৎ নেই... ইত্যাদি ধারণাগুলি আজো আমাদের সমাজে শিক্ষিত শ্রেণী থেকে অশিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকার দরুন বোঝা যায় কেন ধর্ষিতারা কোনো অপরাধ না করেও আত্মহত্যা করতে চায়; আত্মহত্যা ছাড়া তাদের আর গতি হয় না।

(১২) আপনি লিখছেন, "নন্দিনী হোসেন সম্ভবত পাবলিক টয়লেটে সমতা চান না, ... স্বামীকে বাড়িতে রেখে লাঙ্গল-জোঁয়াল কাঁধে করে গরু নিয়ে হাল চাষের জন্য মাঠে নামতেও নারাজ... রাতের বেলা বাড়িতে চোর উঠলে স্বামীকে বিছানায় রেখে লাঠি-সোটা-পিস্তল নিয়ে চোর তাড়াতে ইচ্ছুক নহে...!" এখানেও দেখা যাচ্ছে, কৌশলে নন্দিনী আপাকে সামনে রেখে গোটা নারীজাতি সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি সফেদ সাদাভাবে প্রকাশ করেছেন। অনেক ধন্যবাদ এজন্য! যে কোনো বক্তব্য/মতবাদ/দৃষ্টিভঙ্গি বা লেখার সমালোচনা হতে পারে, তবে একদম যুক্তি-বুদ্ধি রহিত করে সমালোচনা করাটা মোটেও শোভনীয় নয়। আপনি তো প্রায়ই অন্যকে কমন সেন্স এপ্লায়ের কথা বলেন, কিন্তু এই লেখায় কি করে নিজেই কমন সেন্স হারিয়ে ফেললেন, বুঝতে পারছি না! রায়হানভাই, আপনি হয়তো ভুলে গেছেন (প্রবাসী হওয়ার কারণে!), বাংলাদেশে আজকালকার অনেক নন্দিনীই স্বামীর উপার্জনের পথ চেয়ে বসে থাকে না। আমাদের গার্মেন্টস সেক্টরে কত নন্দিনী (পুরুষের মুখাপেক্ষি না থেকে) উদয়-অস্ত নিজের রক্ত পানি করা শ্রমে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখছেন, তার খবর কি জানেন? প্রবাসে গিয়ে কি সব ভুলে গেছেন? আর রাতের বেলা বাড়িতে চোর উঠলে কি বলেন, আমাদের সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী, পুলিশবাহিনী, র‍্যাবে যে নন্দিনীরা নিজের জীবন বাজি রেখে অস্ত্র হাতে (আপনাদের মতো স্বামী বেচারার অপেক্ষায় না থেকে) সামান্য চোর কেন, ডাকাত, সন্ত্রাসী, দুর্নীতিবাজ রাঘববোয়ালদের হাত থেকে আমাদের মতো 'ঘুমিয়ে পড়া' সাধারণ নাগরিকের রক্ষা করার জন্য, প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমিকে বিদেশি শত্রুর থাবা থেকে মুক্ত রাখার জন্য কত বিনিদ্র রজনী পার করে সদাপ্রস্তুত রয়েছেন, এ বিষয়টি তো আপনার অগোচরে থাকার কথা নয়! শক্তিমত্তার পার্থক্য দিয়ে আজকের যুগের নন্দিনীদের ঘরে বন্দী রাখার দিন দ্রুত ফিরিয়ে আসছে। পাঠক, নারী-পুরুষের বুদ্ধিমত্তা আর শক্তিমত্তার তথাকথিত পার্থক্য নিয়ে আমার বেশ আগের (১৯ এপ্রিল, ২০০৬) *নারী তুমি বিদ্রোহ করো!* শিরোনামের একটি লেখা রয়েছে; আগ্রহীরা সাতরং ওয়েব সাইটে গিয়ে লেখাটি পাঠ করতে পারেন।

আজ এ পর্যন্তই। ধন্যবাদ সবাইকে। সুস্থ থাকুন।